স্বল্প ও বিনা খরচের সম্প্রসারণ পদ্ধতি

সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য একটি নির্দেশিকা

সনাতন ও লোক মাধ্যম
দলীয় সভা ও প্রশিক্ষণ
খামার পরিভ্রমণ
অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

স্বল্প ও বিনা খরচের সম্প্রসারণ পদ্ধতি

সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য একটি নির্দেশিকা

প্রথম প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ১৯৯৬

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ী, ফার্মগেট
ঢাকা - ১২১৫
বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর একটি সংশোধিত সম্প্রসারণ ম্যানুয়াল প্রকাশ করেছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য যেসব দক্ষতার প্রয়োজন সেগুলোর ওপর সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কোর্সের বিষয়বস্তু হিসেবে এবং সম্প্রসারণ ম্যানুয়ালের প্রতিপূরক হিসেবে অনেকগুলো নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর *সমস্যা নিরুপণ নির্দেশিকা* আগষ্ট ১৯৯৫ এবং *থানা ও জেলা কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা নির্দেশিকা* নভেম্বর ১৯৯৫ এ প্রকাশ করেছে। এখন প্রকাশ করা হচ্ছে *স্বল্প ও বিনা খরচের সম্প্রসারণ পদ্ধতি নির্দেশিকা*।

কৃষি সম্প্রসারণ ম্যানুয়ালের ‘‘সম্প্রসারণ পদ্ধতি অধ্যায়ের’’ ভিত্তিতে এ নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। যেসব সম্প্রসারণ পদ্ধতি সম্প্রসারণ কর্মীদের কাছে তুলনামূলকভাবে নতুন এবং যেগুলোর খরচ কম বা নেই, কেবল সেসব পদ্ধতিগুলোই এ নির্দেশিকায় আলোচনা করা হয়েছে। এখন সম্প্রসারণ কার্যক্রম তৈরি করার দায়িত্ব হলো মাঠ কর্মীদের। সম্প্রসারণ কাজের জন্য ব্যয়বহুল পদ্ধতির ওপর নির্ভর না করে সবচেয়ে ব্যয়সাশ্রয়ী পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিৎ কারণ ব্যয়বহুল পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত আর্থিকভাবে অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে।

আমি আশা করি সম্প্রসারণ কর্মীগণ স্বল্প ও বিনা খরচের সম্প্রসারণ পদ্ধতির ব্যবহারের পরিকল্পনা ভালভাবে করতে পারবেন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দক্ষতা ও কার্যকারিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

এম এ সাত্তার
মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ী, ঢাকা - ১২১৫

ভুমিকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট হলো বাংলাদেশের কৃষকের জন্য একটি ব্যয়সাশ্রয়ী ও চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন সেবা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। এর অর্থ হলো তথ্য চাহিদা ও সমস্যা নিরুপণ এবং তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলো পূরণের লক্ষ্যে সম্প্রসারণ সর্মসূচি তৈরি করার জন্য কৃষকদের সাথে যৌথভাবে কাজ করা।

থানা ও জেলা কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা তৈরি করার সময় সম্প্রসারণ কর্মীদের অবশ্যই নিশ্চিৎ করতে হবে যেন তাদের পরিকল্পনা প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদের দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এরকম সম্প্রসারণ পরিকল্পনা তৈরি করা অর্থহীন যা বাস্তবায়ন করতে দরকার অনেক বেশি সম্প্রসারণ কর্মী, মূল্যবান যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা অথবা অত্যন্ত বেশি সম্প্রসারণ বাজেট। কৃষকদের খুব গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলো অবশ্যই যতদূর সম্ভব কম খরচে মেটাতে হবে।

এর অর্থ হলো কৃসি সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় সল্প ও বিনা খরচের সম্প্রসারণ পদ্ধতিসমূহ অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। সম্প্রসারণ কর্মীদেরকে ব্যয়সাশ্রয়ী পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করার জন্য *স্বল্প ও বিনা খরচের সম্প্রসারণ পদ্ধতির এই নির্দেশিকা* তৈরি করা হয়েছে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করার জন্য সদর দপ্তরে একটি জাতীয় পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়কগুলোর মধ্যে ব্যয়সাশ্রীয়তা হবে অন্যতম। যেসব সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ব্যয়সাশ্রয়ী নয় সেগুলো পর্যালোচনা কমিটি সংশোধন করবে এবং বাজেট কমিয়ে দেবে।

আমরা সম্প্রসারণ কর্মীদের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সাফল্য কামনা করি এবং আশা করি আমরা এমন জেলা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা পাবো যাতে স্বল্প বা বিনা খরচের সম্প্রসারণ পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এ কে এম তফসির উদ্দিন সিদ্দিকী
পরিচালক, সরেজমিন উইং ও
প্রকল্প পরিচালক
এগ্রিকালচারাল সার্পোট সার্ভিসেস প্রজেক্ট
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ী, ঢাকা - ১২১৫

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

অবতরণিকা ১

সনাতন ও লোক মাধ্যম ২
ভূমিকা ২
ধাপসমূহ ২
অনুবর্তন (ফলো আপ) ৪

দলীয় সভা ও প্রশিক্ষণ ৫
ভূমিকা ৫
দলীয় সভার পরিকল্পনা প্রণয়ন ৫
অনুবর্তন (ফলো আপ) ৭

খামার পরিভ্রমণ ৮
উদ্দেশ্য ৮
সম্প্রসারণ কর্মীদের ভূমিকা ৯
মাঠ পরিভ্রমণকে চাষের পদ্ধতি বিশ্লেষণের জ্য ব্যবহার করা ৯
একটি মাঠ পরিভ্রমণ চিত্রের উদাহরণ ১০
অনুবর্তন (ফলো আপ) ১১

অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন ১২
উদ্দেশ্য ১২
অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশনের মাধ্যমে পরীক্ষা করার জন্য ধারণাসমূহ ১২
অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ১৩
গবেষণা কর্মীদের সংশ্লিষ্টকরণ ১৬
বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতিগুলোর সংমিশ্রণ হিসেবে অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন ১৭

উপসংহার ১৮

অবতরণিকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৯৯৫ সালের জুন মাসে সংশোধিত কৃষি সম্প্রসারণ ম্যানুয়াল প্রকাশ করেছে। ম্যানুয়ালে নতুন সম্প্রসারণ কর্মধারার পাঁচটি নীতির রুপরেখা দেওয়া হয়েছেঃ

- বিকেন্দ্রিকরণঃ সম্প্রসারণ কর্মের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট তৈরিকরণ থানা ও জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়েছে;
- কৃষকদের তথ্য চাহিদার ভিত্তিতে সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করাঃ থানা এবং জেলা সম্প্রসারণ কার্যক্রম অবশ্যই স্থানীয় কৃষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে;
- দলের সাথে কাজ করাঃ কৃষকদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা ও ব্যয়সাশ্রয়ীতার জন্য সম্প্রসারণ কর্মীরা সবরকম দলের সাথে কাজ করবে;
- লক্ষ্যস্থির করে কাজ করাঃ সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় সব ধরনের কৃষক যেমন পুরুষ ও মহিলা, ক্ষুদ্র ও বড় চাষীর কর্মকান্ড অর্ন্তভূক্ত করা হবে;
- সম্প্রসারণ মাধ্যমের ব্যবহারঃ সম্প্রসারণ কার্যক্রমে বিভিন্ন প্রকার সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

সম্প্রসারণ ম্যানুয়ালের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলোঃ

ব্যয়সাশ্রয়ী স্থানীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা তৈরিকরণ
যা সকল ধরনের কৃষকদের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে
বিভিন্ন প্রকার সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে।

এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হলো মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মে ব্যয়সাশ্রয়ীতা অর্জনের জন্য স্থানীয় কর্মীদের স্বল্প ও বিনা খরচের সম্প্রসারণ পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের পরিকল্পনা তৈরি করতে সাহায্য করা। থানা ও জেলা পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতার মাত্রা বেড়েছে এবং আরো বাড়বে। খাতওয়ারী বাজেট পদ্ধতি তুলে দেওয়া হবে। বর্তমানে প্রদর্শনী ও থানা প্রশিক্ষণ দিবসের ওপর যে গুরুত্ব আছে তা পরিবর্তন হয়ে স্থানীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার ওপর যাবে যাতে বিভিন্ন প্রকার সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যবহার হবে। স্বাধীনতার সঙ্গে আসে দায়িত্ব। স্থানীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপকদের দায়িত্ব হলো এমন সম্প্রসারণ কার্যক্রম তৈরি করা যা অপ্রতুল সম্পদসমূহ সবচেয়ে ভালভাবে ব্যবহার করবে। সর্বোচ্চ ফল পাওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যমান সম্পদসমূহ বিভিন্ন কাজের জন্য বন্টন করার একটি উপায় হলো পরিকল্পনা প্রণয়ন - এটা অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়ার জন্যে নয়। এ জন্য এই নির্দেশিকা সম্প্রসারণ কর্মীদের সেসব সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে যেগুলোর প্রকৃত পক্ষে কোন খরচ নেই। এই নির্দেশিকায় নিম্নবর্ণিত স্বল্প এবং বিনা খরচের সম্প্রসারণ পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হয়েছেঃ

- সনাতন ও লোক মাধ্যম;
- দলীয় সভা ও প্রশিক্ষণ;
- মাঠ পরিভ্রমণ;
- অংশগ্রহণভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন।

সনাতন ও লোক মাধ্যম

ভুমিকা

আমোদ প্রমোদ ও যোগাযোগের সনাতন পদ্ধতিগুলো সম্প্রসারণ কর্মের জন্য উপযোগীঃ

- সমাজে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে তথ্য পরিবেশন করে;
- স্থানীয় সমস্যার ওপর আলোচনায় উৎসাহ দেয়;
- জনগণকে সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে।

সনাতন ও লোক মাধ্যম পদ্ধতিগুলো হলোঃ

- গান
- নাচ
- গল্প বলা
- নাটক

এগুলোর জন্য কোন আধুনিক প্রযুক্তি বা শ্রবন-দর্শন সহায়ক (অডিও-ভিসুয়াল এইডস) দরকার হয় না এবং খরচও কম। যেখানে শিক্ষিত লোকের হার কম সেখানে এই পদ্ধতিগুলো বেশ উপযোগী।

ধাপসমূহ

একটি ছোট লোকজ পদ্ধতির অনুষ্ঠান স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমন্ধে অনেক লোককে অবহিত করতে পারে। উদ্দেশ্য হলো সমস্যা উত্থাপন করা ও তার ওপর আলোচনা ও বিতর্কে উৎসাহ দেওয়া। একটি অনুষ্ঠান সমাপ্তির জন্য ছয়টি ধাপ প্রয়োজন।

১) *সমস্যা চিহ্নিত করুন*

যে সমস্যা স্থানীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে। সমস্যা চিহ্নিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। এগুলো হলো সমস্যা নিরুপণ, অংশগ্রহণমূলক গ্রামীন সমীক্ষা (পি আর এ), ব্লক সুপারভাইজার ডায়রী, থানা ও জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মীদের সভা ও কৃষি কারিগরি কমিটির সভা।

২) *বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করুন*

সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। প্রায়ই কৃষকদের নিজেদের কাছে সমস্যা সম্বন্ধে অনেক তথ্য থাকে। সম্প্রসারণ কর্মীদেরও সমস্যা সম্বন্ধে জানা থাকতে পারে। গবেষণা কর্মীদের সাথে অনানুষ্ঠানিকভাবে বা কৃষি কারিগরি কমিটির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করা যেতে পারে। বেসরকারি

প্রতিষ্ঠান সাহায্য করতে পারে। সমস্যা সম্বন্ধে সকল উৎস থেকে পরামর্শ ও তথ্য অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে ও সেগুলো একত্রিত করতে হবে।

৩) *কি ধরনের লোকমাধ্যম ব্যবহার করা হবে তা ঠিক করুন*

সংগৃহীত তথ্য দিয়ে নাটকের পান্ডুলিপি লিখুন, গান রচনা করুন এবং নাচ ও ছোট গল্পের ছন্দ ঠিক করুন। সমস্যা ও স্থানীয় প্রথা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কি ধরনের লোক মাধ্যম সবচেয়ে ভাল হবে সে ব্যাপারে স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ পরামর্শ দিতে পারে। কি ধরনের লোক মাধ্যম ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করবে স্থানীয় সংস্কৃতির উপর। যেখানে গান আবশ্যক সেখানে গান ব্যবহার করুন, যেখানে নাটক আবশ্যক সেখানে নাটক ব্যবহার করুন। দু'রকমের নাটক আছেঃ

সমস্যা উপস্থাপন
প্রথমে অভিনেতারা ছোট নাটকের আকারে সমস্যা উপস্থাপন করবেন। সমস্যা তুলে ধরার পর নাটক বন্ধ করা হয়। তখন শ্রোতাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় তারা কিভাবে সমস্যা সমাধান করবেন। সম্প্রসারণ কর্মীগণ সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষকদের প্রস্তাবগুলো লিখে রাখেন। প্রস্তাবগুলো আলোচনা করার পর সবচেয়ে ভাল ও উপযুক্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়। তারপর সমস্যা কিভাবে সমাধান করা হয় তা দেখানোর জন্য নাটক আবার আরম্ভ হয়।

সমস্যা ও সমাধান উপস্থাপন
অভিনেতারা সমস্যা ও সমাধান উপস্থাপন করেন এবং সমস্যা সমাধানের পর নাটক শেষ হয়ে যায়। উপস্থাপিত সমাধান এমন হওয়া উচিত যা কৃষকেরা নিজেরাই অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কিছু সাহায্য নিয়ে তা ব্যবহার করতে পারেন। উপস্থাপিত সমস্যা ও সমাধানের ওপর শ্রোতাদের মতামত চাওয়া হয়। কৃষকদের মতামতগুলো লিখে রাখা ও আলোচনা করা উচিত।

যদি লোকজ গান বা নাচ ব্যবহার করা হয় অথবা গল্প বলা হয় সেক্ষেত্রেও শ্রোতাদের অবশ্যই অনুষ্ঠানের মধ্যভাগে বা শেষে অংশগ্রহণ করা উচিত। মনে রাখতে হবে যে কৃষকদের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার অর্থ হলো যে কোন সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যবহারের সময় কৃষকদের যতবেশী সম্ভব অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা।

৪) *অভিনেতা ঠিক করুন*

কোন লোক মাধ্যম ব্যবহার করা হবে তা ঠিক করার পর অভিনেতাদের বাছাই করতে হবে। কৃষকেরা নিজেরাই বা সম্প্রসারণ কর্মীগণ নৃত্য শিল্পি, গল্পের কথক, অভিনেতা বা গায়ক হতে পারে। কোন কোন এলাকায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে যারা সাহায্য করতে পারে। যেমন, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানায় মনিপুরী সাংস্কৃতিক একাডেমী আছে। অন্যান্য এলাকায় স্থানীয় নাটক দল আছে যাদের সাথে লোক মাধ্যমের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য চুক্তি করা যেতে পারে। যেভাবেই হোক অভিনেতাদের অবশ্যই বেছে নিতে হবে।

৫) *একটি গল্প তৈরি করুন*

মূল বিষয় হলো স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যার ভিত্তিতে নাটকের পান্ডুলিপি এবং গান বা গল্পের শব্দাবলী তৈরি করা হয়। কোন অভিনেতা কখন কি বলবে তা পান্ডুলিপিতে দেখানো থাকে। পান্ডুলিপি খুব বড় বা বিস্তারিত হওয়া

উচিত নয়। দামী পোশাক ও সাজগোজের প্রয়োজন নেই। সাদাসিধা সাজসরঞ্জাম যেমন কৃষি যন্ত্রপাতি বা শস্য ব্যবহার করা যেতে পারে। দরকারি সাজসরঞ্জাম পান্ডুলিপিতে লেখা দরকার। কৃষি তথ্য সংস্থা ও স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পান্ডুলিপি তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে। স্থানীয় কোন দল বা প্রতিষ্ঠানকে অনুষ্ঠান সম্পাদন করার চুক্তি দিলে তারাও পান্ডুলিপি লেখার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

৬) অনুষ্ঠান সম্পন্ন করুন

অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সময় ও স্থান ঠিক করুন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন। সময় ঠিক করার ক্ষেত্রে অফিসের সময় বিবেচনা না করে কৃষকদের সুবিধা বিবেচনা করা উচিত। একটি গ্রাম বা ছোট বাজারের বেশ খোলা জায়গায় অনুষ্ঠানের স্থান হওয়া দরকার। বড় বাজার বা শহর পরিহার করা উচিত কারণ এসব জায়গায় অনুষ্ঠান শোনার জন্য অনেক লোক ভীড় করে যারা পুরোপুরিভাবে কৃষিতে নিযুক্ত নয়। সাদাসিধা পোষ্টার, মাইক্রোফোন, প্রচারপত্র বা জেলা বুলেটিন ব্যবহার করে অনুষ্ঠানের সময় ও তারিখ পূর্বেই প্রচার করা যেতে পারে। স্থানীয় রেডিও ষ্টেশনকেও যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি বিজ্ঞাপন দিতে পারে এবং তাদেরকে অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। অনুষ্ঠানটি আধা ঘন্টার কম হওয়া উচিত এবং আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময় থাকা উচিত। খুব ভাল মঞ্চ ও আলোক ব্যবস্থা, দামী মাইক্রোফোন বা উদ্বোধনী বক্তৃতার প্রয়োজন নেই। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করা যেতে পারে তবে অনুষ্ঠানে তাদের বক্তৃতা করা উচিত নয়।

অনুবর্তন (ফলো আপ)

অনুষ্ঠান ও আলোচনা শেষ হওয়ার পর নিম্নলিখিত অনুবর্তন কাজগুলো করা দরকারঃ

- শ্রোতারা যদি সমস্যা সমন্ধে আগ্রাহান্বিত হয় তবে অনুষ্ঠান শেষে তাদেরকে একটি আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত করুন। এর ফলে সম সম্প্রসারণ কর্মে দলীয় পদ্ধতির অংশ হিসেবে বিভিন্ন রকম বিশেষ স্বার্থ দল গঠিত হতে পারে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সম্প্রসারণ কর্মে দলীয় পদ্ধতি উৎসাহিত করছে।
- অনুষ্ঠান শেষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপস্থিতি প্রচার করুন। স্থানীয় ব্লক সুপারভাইজার ও থানা সম্প্রসারণ কর্মীদের নাম, কোথায় অফিস অবস্থিত এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের সাথে কোথায় দেখা করা যেতে পারে তা শ্রোতাদেরকে বলতে হবে।
- বৃহত্তর জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠানটি ও এতে আলোচিত বিষয়গুলো প্রচারের জন্য স্থানীয় সংবাদপত্র ও বেতারকে উৎসাহিত করুন।
- নাটক ও আলোচনার ফলাফলের ওপর প্রতিবেদন জেলা বুলেটিনে অন্তর্ভূক্ত করুন।
- কৃষকেরা যদি বিশেষ বিষয় উত্থাপন করেন যার জন্য তাদের সাহায্য দরকার তাহলে সেগুলো সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করুন।

অনুষ্ঠানের কিছুদিন পর ব্লক সুপারভাইজার এলাকাতে ফিরে যেয়ে দেখবেন যে নাটক থেকে কৃষকগণ দরকারি কিছু পেয়েছেন কি না? আলোচিত বিষয়গুলো তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল কি না? প্রস্তাবিত সমাধান উপযুক্ত ছিল কি না? তারা কি সমাধান গ্রহণ করেছেন?

দলীয় সভা এবং প্রশিক্ষণ

ভুমিকা

কৃষকদের প্রশিক্ষণ কেবল মাত্র থানা প্রশিক্ষণ দিবসেই হয় না। থানা প্রশিক্ষণ দিবসের বাইরেও কৃষকগণ সম্প্রসারণ কর্মীর কাছ থেকে শিখতে পারে। এটা বিশেষভাবে সম্ভব হয় যখন সম্প্রসারণ কর্মী কৃষক দলের সাথে সভা করেন। একটি বিষয়ের ওপর এ ধরনের এক বা দু' ঘন্টার গ্রাম ভিত্তিক সভা অত্যন্ত ব্যয়সাশ্রয়ী সম্প্রসারণ পদ্ধতি হতে পারে। আসলে এতে কোন খরচই নেই। দলের সাথে কাজ করা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারার অন্যতম নীতি। বিভিন্ন ধরনের দলীয় সভা আছে এবং এর সব কটিই বিভিন্ন রকম সমস্যা, প্রসঙ্গ ও ধারণা আলোচনা ও বিশ্লেষণের সুযোগ এনে দেয়।

- তথ্য সভা
  কৃষকগণ এতে যোগ দিয়ে সম্প্রসারণ কর্মীর কাছ থেকে জরুরী সংবাদ বা তথ্য জানতে পারে।

- পরিকল্পনা সভা
  এতে সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকেরা একত্রে বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে, সম্ভাব্য সমাধান বের করে এবং কর্মপন্থা স্থির করে।

- বিশেষ স্বার্থ সভা
  এতে যেসব কৃষকের একই স্বার্থ আছে তারা একত্রিত হয়ে সম্প্রসারণ কর্মীর সাহায্যে বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করে জানতে পারে।

- সাধারণ গ্রাম সভা
  এতে গ্রামের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ করা হয়।

কৃষক দলের সাথে কাজ করার জন্য নিচের ৪টি নীতি মেনে চলুন ঃ

- যেখানে সম্ভব বিদ্যমান দলের সাথে কাজ করুন;
- অন্যান্য সংস্থা যাদের সংযুক্ত দল রয়েছে তাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করার ব্যবস্থা করুন;
- স্থায়ী এবং অস্থায়ী দু' রকম দলের সাথেই কাজ করুন;
- যে সব দলের সদস্যদের উদ্দেশ্য ও আর্থসামাজিক পটভূমি একই ধরনের তাদের সাথে কাজ করুন।

দলীয় সভার পরিকল্পনা প্রণয়ন

অনুভূত চাহিদা দেখার পরই সভার আয়োজন করা উচিত। এর জন্য প্রস্তুতি নেয়া খুবই দরকার। সমাবেশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বেই একমত হতে হবে, একটা উপযুক্ত সময় ও স্থান ঠিক করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি রাখতে হবে। সভার জন্য অফিসের সময় সূচির অনুসরণ না করে কৃষকের সুবিধা অনুযায়ী সময় ঠিক করতে

হবে। কৃষক দলের জন্য সভা বা প্রশিক্ষণ অধিবেশন আয়োজন করার সময় তিনটি মৌলিক বিষয় বিবেচনা করতে হবেঃ

আকার

বড় সভা থেকে বেশি কিছু অর্জন করা যায় না এবং কদাচিৎ এ সভা অংশ গ্রহণকারীদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। ছোট সভাই অধিক কার্যকরি যথাসম্ভব বেশি কৃষকের সভায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ তবে এটা একটি বড় সভা না করে কয়েকটি ছোট ছোট সভার মাধ্যমে করা ভাল। যেসব সভায় অংশ গ্রহণকারীদের পটভূমি এবং উদ্দেশ্য অভিন্ন সেখানে সফলতার সম্ভাবনা বেশী। অধিকন্ত বড় সভায় বিভিন্ন ধরনের লোকের তালগোল পাকানোর সম্ভাবনা থাকে। সাধারণতঃ একটি সভায় ৩০-৪০ জনের বেশি লোক হলে অসুবিধা হয় তবে এটা নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর।

আনুষ্ঠানিকতা

দলীয় সভা অনানুষ্ঠানিক ও শিথিলভাবে অনুষ্ঠিত হলে সফল বেশি হয় তবে সম্প্রসারণ কর্মীকে নিশ্চিৎ করতে হবে যেন সভায় উপস্থিত সকলেই অংশগ্রহণের সমান সুযোগ পায়। সভাপতি, আলোচ্যসূচি ও যথাযথভাবে লিখিত কার্য বিবরণী সহ অত্যন্ত আনুষ্ঠানিক সভা কেবল তখনই প্রয়োজন যখন কাজকর্মের কোন বিষয়ের জন্য লিখিত সিদ্ধান্ত দরকার হয়।

ভারসাম্যতা

একটি সভায় উপস্থাপনা এবং আলোচনার মাঝে অবশ্যই ভারসাম্যতা থাকতে হবে। কিছু কিছু বিষয় সম্প্রসারণ কর্মীদের উপস্থাপনা করার দরকার হতে পারে। অন্যান্য বিষয়গুলো অবশ্যই খোলাখুলিভাবে আলোচনা ও বিচারবিবেচনা করতে হবে। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দলীয় সভা প্রাণবন্ত, অংশগ্রহণমূলক ও খোলামেলা হওয়া দরকার - বক্তৃতা ধরনের সভা বিরক্তিকর হওয়ার প্রবনতা থাকে।

সুতরাং সভার সফলতার জন্য ঃ

- সল্প সংখ্যক লোক আমন্ত্রণ করুন যাদের পটভূমি ও স্বার্থ বা উদ্দেশ্য একই ধরনের;
- অনুষ্ঠান গ্রামে করুন - বাইরে মাঠে বা বসতবাড়ি এলাকায় করা শ্রেয়;
- একটি উপযুক্ত বসার ব্যবস্থা করুন। হল ঘরে সারিতে চেয়ারে বসার চেয়ে বাইরে মাদুরের ওপর গোলাকারে বসা অনেক ভাল। অংশগ্রহণকারী একে অন্যকে যেন দেখতে পায় তা নিশ্চিত করুন;
- একটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করুন;
- স্বল্পমূল্যের প্রমিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহার করুন, যেমন ফ্লিপ চার্ট, আলোচনা সংশ্লিষ্ট বস্তু এবং ছবি। থানা অফিসে ইমেজ ব্যাংকে প্রয়োজনীয় ছবি আছে। আলোচনা প্রাণবন্ত করার জন্য এ ছবিগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে;
- দরকার হলে ব্যবহারিক অধিবেশনের ব্যবস্থা করুন;
- কৃষকেরা যেন বিভিন্ন বিষয় ও ধারনার ওপর আলোচনায় সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করে তা নিশ্চিত করুন;
- বক্তৃতা পরিহার করুন;
- খুব বেশি সময় নেবেন না - সাধারণতঃ এক বা দু' ঘন্টাই যথেষ্ট।

সম্প্রসারণ কর্মীগণ একটি বিশেষ বিষয়ে আগ্রহান্বিত কৃষকদেরকে একটি শস্য মৌসুমে নিয়মিতভাবে মিলিত হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে পারে। সপ্তাহে একবার বা মাসে দু'বার ধারাবাহিক কয়েকটি দু'ঘন্টার প্রশিক্ষণ সভা দু' বা তিনটি বিষয়ের ওপর সারাদিনব্যপী প্রশিক্ষণের চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ হবে। ধারাবাহিক সভাগুলো সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারার অংশ হিসেবে অস্থায়ী কৃষক দলও গঠন করতে পারে। স্বল্প সময়ের অনানুষ্ঠানিক সভা স্বল্প খরচ বা বিনা খরচে করা যায়। সুতরাং এটা থানা সম্প্রসারণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে থানা প্রশিক্ষণ দিবসের চেয়ে অধিকতর কার্যকর। সমস্যা নিরুপণ বা মাঠ পরিভ্রমনের মাধ্যমে সমস্যা নির্ধারণ করে সভায় আলোচনার জন্য উপযুক্ত বিসয়গুলো ঠিক করা যেতে পারে। এসব গ্রাম ভিত্তিক সভা ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানগুলোর সাথে থানা কর্মীগণের চেয়ে ব্লক সুপারভাইজারই প্রাথমিকভাবে জড়িত।

অনুবর্তন (ফলো আপ)

সম্প্রসারণ কর্মী দলীয় সভা এবং প্রশিক্ষণের অনুবর্তন নিম্নলিখিতভাবে করতে পারে ঃ

- ব্লক সুপারভাইজারের ডাইরীতে ফলাফল লিপিবদ্ধ করা;
- কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী আরো সভা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- সম্প্রসারণ কর্মী সভায় যেসব নির্দিষ্ট কাজ করতে সম্মত হয়েছেন সে সম্বন্ধে তাদের মনে করে দেওয়া;
- দলের সদস্যগণ সভায় যেসব কাজ করতে সম্মত হয়েছিল তাদেরকে সেসব নির্দিষ্ট কাজ করতে সাহায্য করা;
- প্রশিক্ষণে দেওয়া পরামর্শ ও আলোচিত তথ্য উপযুক্ত ছিল কি না এবং ব্যবহৃত হয়েছে কি না তা দেখার জন্য কৃষকদের কাছে ফিরে যাওয়া;
- একই কৃষক দলের সাথে অন্যান্য কাজকর্ম, যেমন সমস্যা নিরুপণ বা খামার পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করা।

খামার পরিভ্রমণ

উদ্দেশ্য

একটি খামার পরিভ্রমণে একদল কৃষক ও একজন কর্মী (সাধারণতঃ ব্লক সুপারভাইজার) নিমন্ত্রাতা কৃষকের সাথে ঘুরে ফিরে দেখে। খামার পরিভ্রমণে কোন খরচ নেই।

পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য হলো ঃ

- একটি কৃষি এলাকার সার্বিক চিত্র, এবং এর মাটির অবস্থা, পরিবেশ, উপরিভাগের অবস্থা, পানির অবস্থা, চাষবাসের পদ্ধতি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থা জানা;
- বিদ্যমান বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক শনাক্ত করা ও বিশ্লেষণ করা;
- বিভিন্ন প্রকার সমস্যা ও সুযোগ শনাক্ত করা ও বিশ্লেষণ করা;
- নিমন্ত্রাতা কৃষক যে নতুন প্রযুক্তি বিকাশ বা গ্রহণ করেছে সে সম্বন্ধে অভ্যাগত কৃষকদেরকে বিশদভাবে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া;
- কিভাবে একটি বিশেষ সমস্যার মোকাবেলা করা যায় বা একটি সুযোগ কাজে লাগানো যায় সে ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছান।

সমস্যা নিরুপণের মত খামার পরিভ্রমণ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীন সমীক্ষার একটি কৌশল। এমন কি খামার পরিভ্রমণকে কৃষকের তথ্য চাহিদা নির্ণয়ের কৌশল হিসেবে সমস্যা নিরুপণ পদ্ধতির সাথেও ব্যবহার করা যায়, কারণ এটা কৃষকদেরকে সমস্যা শনাক্ত করতে ও সম্ভাব্য সমাধান বেব করতে সক্ষম করে। কিছু লোক বিশেষ করে যারা অংশগ্রহণমূলক গ্রামীন সমীক্ষার সাথে জড়িত তারা খামার পরিভ্রমণকে গ্রাম পরিভ্রমণ বলে।

সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকাঃ

সমস্যা নিরুপণের মত খামার পরিভ্রমণেও সম্প্রসারণ কর্মী সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করেন। কৃষকেরা তথ্য নিপুন ব্যক্তি হিসেবে কাজ করেন। খামার পরিভ্রমণে ব্লক সুপারভাইজারের দায়িত্ব হলো ঃ

- একটি উপযুক্ত সময়ে নিমন্ত্রাতা কৃষকের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অন্যান্য চাষীদেরকে আমন্ত্রণ করা। অভ্যাগত কৃষকদের চাষের জমি ও পটভূমি নিমন্ত্রাতা কৃষকের মত হওয়া উচিৎ;
- নিমন্ত্রাতা কৃষককে পরিভ্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করতে সাহায্য করা;
- আলোচনা ও বিশ্লেষণে উদ্দীপিত করার জন্য পরিভ্রমণের সময প্রশ্ন করা;
- যেসব বিষয় অভ্যাগত কৃষকেরা লক্ষ্য করে নাই সেগুলোর প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করা;
- পরিভ্রমণের সময় দেখা ও আলোচিত বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত করে বলা, কৃষকদেরকে ফলাফল লিখতে সাহায্য করা এবং অনুবর্তন কর্মকান্ডের ব্যবস্থা করা।

মাঠ পরিভ্রমণকে চাষের পদ্ধতি বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা

মাঠ পরিভ্রমণের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো চাষের পদ্ধতি, সম্পদ, সমস্যা এবং সর্বাঙ্গিন উন্নতি সাধনের সুযোগ সুবিধা বিশ্লেষণ করা। এ উদ্দেশ্যে খামার পরিভ্রমণ ব্যবহারের প্রধান ধাপগুলো হলো ঃ

- যেসব বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা দরকার সেগুলো চিহ্নিত করুন, যেমন মাটি, ফসল, জীবজন্তু, সমস্যা, সমাধান, পানি সম্পদ;
- পরিভ্রমণের পথ চিহ্নিত করুন। তাড়াতাড়ি খামারের একটি ম্যাপ একে তাতে লাইন টেনে মাঠ পরিভ্রমণের পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য ব্লক সুপারভাইজার নিমন্ত্রাতা কৃষককে উৎসাহ দিতে পারে;
- অভ্যাগত কৃষকদের, ব্লক সুপারভাইজার ও নিমন্ত্রাতা চাষীকে একত্রিত হতে এবং বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করতে করতে পরিভ্রমণ পথ দিয়ে হেটে যেতে উৎসাহিত করতে হবে;
- পরিভ্রমণের সময় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের রূপরেখা এবং প্রত্যেক রকমের জমির বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে একটি খসড়া চিত্র তৈরি করুন। চিত্রের একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো।

একটি মাঠ পরিভ্রমণ চিত্রের উদাহরণ

উত্তর - পূর্ব বাংলাদেমের একটি গ্রামের ওপর একদল কৃষক যে মাঠ পরিভ্রমণের চিত্র তৈরি করেছিল তা থেকে এই চিত্রটি পুনরায় উপস্থাপন করা হলো। ব্লক সুপারভাইজার সাহায্য করলে কৃষকেরা নিজেরাই এসব চিত্র তৈরি করতে পারে।

জমির প্রকৃতি	**নদী**	**বাঁধ**	**উঁচু জমি**	**মাঝারি-উঁচু জমি**	**নিচু জমি**	**বাঁধ**	**মাঝারি-উঁচু জমি**	**মাঝারি-নিচু জমি**	**অববাহিকা**
জমির ব্যবহার	মাছ ধরা	বাজার ও অফিস	বসতবাড়ি	ধানের জমি	পানি	রাস্তা	ভূমিহীন পরিবারের বসতবাড়ি	ধানের জমি	প্রধান ধানের জমি
মাটির ধরন		কাদা	পলি মিশ্রিত কাদা	পলি মিশ্রিত কাদা		কাদা	পলি মিশ্রিত কাদা	পলি মিশ্রিত কাদা	পলি মিশ্রিত কাদা
সারের ব্যবহার			প্রধানতঃ কমপোষ্ট সার ও গোবর, কিছু রাসায়নিক সার	রাসায়নিক সার				রাসায়নিক সার	রাসায়নিক সার
ফসল ও গৃহপালিত জীবজন্তু			মিষ্টি আলু, টমেটো, ডাটা, মরিচ, চিচিঙ্গা, গরু-মহিষ	পর্যায়ক্রমে আউশ-আমন, গরু-মহিষ			কুমড়া, শিম, আখ, মুরগী, হাঁস	পর্যায়ক্রমে আউশ-আমন, গরু-মহিষ	বোরো ধান
গাছ			কলা, নারিকেল, আম, পেপে						
সমস্যা		বাজারে বীজের প্রাপ্ততা অপ্রতুল	কেবল বড় কৃষকেরা সম্প্রসারণের পরামর্শ পায় গাছের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা, ফলের কম উৎপাদন	যেসব জমির মালিক বড় কৃষক, সেগুলো শুকনা মৌসুমে পতিত থাকে		বন্যার পানি বের করার জন্য জনসাধারণ বাঁধ কেটে দেয়, অব্যবহৃত জমি	সম্প্রসারণ থেকে কৃষকের দাহিদা মেটান হয় না	গাছের পাতার আগা হলুদ হয়ে যাওয়া যা সম্ভবতঃ গাছের খাদ্যের অভাব নির্দেশ করে	অনুপযোগী সময়ে পানি সরবরাহ
করণীয় কাজ		কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্থানীয় কৃষকদের বীজ উৎপাদন ও বীজ রাকার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্থানীয় কৃষকদের কম খরচে ফলের গাছ ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া	অধিকতর ছোট কৃষকেরা শুকনা মৌসুমে জমি ইজারা নেওয়ার চেষ্টা করবে		বাঁধের উপর গাছ লাগানোর সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে ভূমিহীন পরিবারের সাথে কাজ করতে হবে ও বসতবাড়িতে উৎপাদনের জন্য পরামর্শ দিতে হবে	মাটির খাদ্য উপাদান নির্ণয়ের জন্য মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকদের পক্ষ থেকে বিআরডিবি কে সময়মত পানি সরবরাহ করতে বলা

অনুবর্তন (ফলো আপ)

মাঠ পরিভ্রমণের পর সম্প্রসারণ কর্মীরা নিম্নলিখিত অনুবর্তন কাজগুলো করতে পারেন ঃ

- অভিযোজন গবেষণা ও কৃষকের জমিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য উর্ধতন কর্মকর্তাদের নিকট প্রস্তাব করা;
- যদি দরকারি কোন বিষয় থাকে তবে সেগুলো থানা সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা;
- কোন পরিবর্তন বা প্রস্তাবিত সমাধানের জন্য পরিকল্পনা তৈরির ব্যাপারে নিমন্ত্রাতা কৃষককে সাহায্য করা;
- অভ্যাগত কৃষকদেরকে তাদের নিজেদের চাষাবাদ পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তনের ব্যাপারে সাহায্য করা;
- পরিবর্তন ও পরীক্ষা - নিরীক্ষা দেখার জন্য আরো খামার পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করা;
- স্থানীয় রেডিও ষ্টেশন ও সংবাদপত্রগুলোতে একটি প্রতিবেদন পাঠানো।

অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন

উদ্দেশ্য

অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশনের উদ্দেশ্য হলো ঃ

- কৃষকের প্রযুক্তি সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা পরীক্ষা করা;
- যেসব প্রযুক্তি অন্য এলাকায় সফল হয়েছে সেগুলো কৃষকের নিজস্ব পরিবেশে পরীক্ষা করা;
- বিদ্যমান প্রযুক্তি বা অনুমোদিত প্রযুক্তি পরিবর্তন ও সংশোধন করে কৃষকের পরিবেশে আরও সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করা যায় কিনা তার জন্য চেষ্টা করা;
- কৃষক যাতে ধ্যান-ধারণা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে পারে তার জন্য তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন প্রদর্শনী হতে পৃথক, কারণ এতে ঃ

- অনুমোদিত বা পরীক্ষিত প্রযুক্তি কৃষককে দেখান হয় না;
- কর্মকান্ড অংশগ্রহণ উপায়ে পরিচালিত করা হয় - কৃষকগণ এর সম্পূর্ণ অংশীদার;
- কোন প্রকার ভবিষ্যৎবাণী করা হয় না - কোন কিছুর জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয় না এবং কোন কিছুর নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না।

অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন পরিচালনা করা সবার জন্য একটি শেখার পদ্ধতি। সম্প্রসারণ কর্মীগণ এখানে সহায়তাকারীর (Facilitator) ভূমিকা পালন করেন। এর ফলে কৃষকেরা বোঝে যে পরীক্ষিত প্রযুক্তি তাদের নিজেদের ব্যবহৃত প্রযুক্তির তুলনায় যদি কম উপযুক্ত হয় তা হলে তাদের কোন অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণ দাবী করার অবকাশ নেই।

তবে, পরীক্ষণীয় ধারনা বা প্রযুক্তি ব্যর্থ হলেও এটাকে ব্যর্থ বলা ঠিক হবে না কারণ প্রযুক্তি পরীক্ষা করার সময় যে জ্ঞান পাওয়া যায় তা কোন অংশেই কম নয়। কৃষির প্রযুক্তিগত উন্নতির ব্যপারে কৃষকগণ সব সময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। সম্প্রসারণ কর্মী অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশনের ব্যপারে সব সময় কৃষককে সাহায্য ও সহযোগিতা এবং উৎসাহিত করতে পারে। অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নতুন সম্প্রসারণ ধারার সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত কারণ নতুন সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ধারার কৃষকের অংশগ্রহণের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং কৃষি কর্মীর সহায়কের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে।

অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশনের মাধ্যমে পরীক্ষা করার জন্য ধারণাসমূহ ঃ

মাঠের বা বসতবাড়ির একটি সমস্যা চিহ্নিত করা থেকেই পরীক্ষার ধারণাসমূহ আরম্ভ হয়। কৃষক বা একটি দলকে সমস্যা নিয়ে চিন্তার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে। এসব সমস্যার সমাধান কি হতে পারে এবং এজন্য তাদের কি কি সুযোগ সুবিধা আছে তা চিন্তা ভাবনা করতে হবে। ব্লক সুপারভাইজার এবং থানা পর্যায়ের কর্মীগণ যাদের

এলাকার কৃষির লাগসই সুপারিশমালা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রয়েছে তারা এ পদ্ধতি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সাহায্য করতে পারে। এ ব্যাপারে মূল দায়িত্ব হলো বিষয়বস্তু কর্মকর্তার।

উন্নত সুপারিশমালা একটি নির্দেশিকা মাত্র। সকল কৃষকগণকে তাদের নিজের জমিতে তা পরীক্ষা এবং পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই উৎসাহিত করতে হবে। বেশি পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ফলন কিভাবে পাওয়া যাবে তার কথা অধিকাংশ সুপারিশমালাতে উল্লেখ থাকে। উপকরণ বা সম্পদের ব্যবহার করে সর্বাধিক লাভ কিভাবে নিশ্চিত করা যায় তা ভেবে দেখতে হবে। উপকরণ কিছু কম ব্যবহারের ফলে ফলন কিছুটা কম হলেও অনেক এলাকাতে দেখা যাবে তা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক হয়েছে। অর্থাৎ উপকরণ (Inputs) ব্যবহারের পরিমাণ কিছুটা কমালে উৎপাদন কমে যেতে পারে কিন্তু খরচের তুলনায় অনেক বেশি লাভজনক হবে। মাঝারী উৎপাদনের (Sub Optinal Yields) জন্য মাঝারী হারের উপকরণের প্রয়োজন হবে। এখনো সে সম্পর্কে তেমন কোন গবেষণা হয় নাই। এ ব্যাপারে সম্প্রসারণ কর্মী কৃষকদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করতে পারে। পরীক্ষার ধারণা সম্প্রসারণ কর্মী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংস্থা যেমন বেসরকারি সংস্থাসমূহ (NGOs), বা বিভিন্ন প্রকাশনা, বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য উৎস সমূহ থেকে পাওয়া যেতে পারে। এসব ধারণা/প্রস্তাবনা যেখান থেকেই আসুক না কেন কি এবং কেমন ভাবে করা হবে সে ব্যাপারে কৃষকই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। প্রযুক্তি পরীক্ষার কোন পরিকল্পনার ব্যাপারে অবশ্যই গবেষকগণের মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকবে।

অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশনের জন্য পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

প্রযুক্তির উন্নয়ন ও পরীক্ষা করার জন্য কৃষকগণ এবং সম্প্রসারণ কর্মী যৌথভাবে পরিকল্পনা করবেন। যদিও ব্লক সুপারভাইজারের মূল ভূমিকা রয়েছে তথাপি বিষয়বস্তু কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে অবশ্যই জড়িত হতে হবে। একটি স্বার্থক পরীক্ষার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য চারটি ধাপ রয়েছেঃ

১) *একজন আগ্রহী কৃষক বা কৃষকদলকে চিহ্নিত করা*

যেসব কৃষক একটি বিষয় চিহ্নিত করেছেন, তাদেরকে সে বিষয়ের ওপর পরীক্ষার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। এটা শুরু হতে পারে একটি সমস্যা নিরুপণের সময় বা কোন প্রদর্শনীতে নির্দেশিত প্রযুক্তি সফল হয় নাই সে সময় থেকে। কৃষকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যে তাদের প্রযুক্তি পরীক্ষা এবং উন্নয়নের ক্ষমতা আছে। কৃষকের তথ্য চাহিদার (Farmer Information Needs Assessment) ফলাফলের ভিত্তিতে থানা এবং জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি যেখানে সহজেই যাওয়া যায় সেসব এলাকা নির্বাচন করতে হবে। যদিও পরীক্ষার জমির মালিক একজন হন তবুও দলীয় পদ্ধতিতে পরীক্ষার চেষ্টা করতে হবে।

২) *পরীক্ষার জন্য পরিকল্পনা তৈরি*

বিষয়বস্তু কর্মকর্তার সহায়তায় কৃষক বা কৃষক দল এবং ব্লক সুপারভাইজার প্রযুক্তি পরীক্ষার ও বিকাশনের নীতিমালা আলোচনা করে একটি প্রস্তাব তৈরি করবেন। প্রস্তাবে উৎপাদনের বিভিন্ন নিয়ামক থাকবে যা কৃষক পরীক্ষা করতে চায়। প্রস্তাবসমূহের মধ্যে সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ সময়, কীটনাশকের পরিমাণ ও প্রয়োগ সময়, গাছের দূরত্ব, বিভিন্ন সময়ে সেচের পরিমাণ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি থাকতে পারে। মুখ্য নীতি হলো নিয়ামক

পরিবর্তন করে ফলনের পার্থক্য এবং লাভ/ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করা। যেহেতু অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন পদ্ধতিটি কৃসি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জন্য নূতন সেহেতু একটি নিয়ামক ও দুটি প্লটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই ভাল হবে। পরীক্ষা সাদাসিধা হলে সহজেই সফল করা সম্ভব হবে। নিয়ামকটি নির্ধারিত হলে কৃষক নিজেই দুটি জমির কোনটিতে কি করতে হবে তার সিদ্ধন্ত নিতে পারবে। উদাহরণসরূপ যদি নিয়ামকটি দস্তা হয় তবে একটি জমিতে দস্তা থাকবে না এবং অন্যটিতে কৃষকের সিদ্ধান্ত অনুসারে দস্তা দিতে হবে। জিপসামের ক্ষেত্রেও একটি জমিতে জিপসাম থাকবে না এবং অন্যটিতে কৃষকের সিদ্ধান্ত অনুসারে জিপসাম দিতে হবে। যদি কৃষকের জমি তৈরি সংক্রান্ত বিষয় হয় তবে এ ক্ষেত্রে একটি জমিতে স্বাভাবিক চাষ এবং অপরটিতে গভীর চাষ দিতে হবে। জমির আকার এবং পরিমাণ কতটুকু হবে কৃষকই সিদ্ধান্ত নেবে। তবে জমি খুব বড় হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকটি জমির পরিমাণ এক না হলেও কোন অসুবিধা নেই। এক্ষেত্রে ব্লক সুপারভাইজারের সহায়তায় কৃষক প্রতিটি জমির রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। জমির নকশা, আকার, কি ধরনের ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে এবং অন্যান্য মন্তব্য সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষক সংরক্ষণ করবেন। যদি কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মী জমির নকশা করার জন্য কোন সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তারা গবেষণা কর্মীদের নিকট পরামর্শ নেবেন কারণ গবেষণা কেন্দ্রে ও কৃষকদের জমিতে গবেষণার ব্যপারে তাদের অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে।

পরীক্ষা পরিকল্পনা নমুনা - সবচেয়ে ব্যয়সাশ্রয়ী নইট্রোজেন ব্যবস্থাপনার জন্য অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন।

কৃষক ঃ *জনাব মোঃ চৌধুরী*
ব্লক সুপারভাইজার ঃ *জনাব মোঃ আকবর আলী*
বিষয়বস্তু কর্মকর্তা ঃ *জনাব মোঃ বারী*
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ঃ *জনাব মোঃ হক্*

উদ্দেশ্য ঃ
বিআর ১৭ (স্থানীয় নামঃ **হাসি**) **বোরো ধানে নাইট্রোজেন প্রয়োগের ব্যয়সাশ্রয়ীতা পরীক্ষা**

ভুমি ঃ

সমতল দোয়াশ মাটি, এ, ই, জেড, অঞ্চল - ১২।
সিরাজনগর গ্রাম, সদর থানা, জিলা পাবনা।

নকশা ঃ

নিয়ন্ত্রিত জমি ঃ	**পরীক্ষিত জমি ঃ**
৪ ডেসিমেল (১০০ বর্গ মিটার)	৪ ডেসিমেল (১০০ বর্গ মিটার)
১৫ কেজি নাইট্রোজেন, অন্যান্য নিয়ামক একই পরিমাণ।	১০ কেজি নাইট্রোজেন, অন্যান্য নিয়ামক একই পরিমাণ।

দ্রষ্টব্য ঃ

- *ব্লক সুপারভাইজার এবং কৃষক জমিটির মাপ নেবেন;*
- *নিয়ামকটি হলো নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য নিয়ামক দু'জমিতেই এক রকম থাকবে (সারি, রোপণের দূরত্ব, রোপণের তারিখ, পোকা ও রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা, অন্যান্য সার প্রয়োগ ইত্যাদি);*
- *বিষয়বস্তু কর্মকর্তা এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা দ্বারা পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হবে হবে;*
- *উভয় জমিরই সকর উপকরণের দাম এবং উৎপাদিত সকল জিনিষের মূল্য নিবন্ধ করতে হবে;*
- *উভয় জমির মাটির ধরন একই হবে যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পক্ষপাতিত্বতা বর্জন করা যায়;*
- *সকল উপকরণের মূল্য কৃষক দেবেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর শুধু মাত্র পরামর্শ দেবে;*
- *যদিও একটি পরীক্ষা একই সাথে দু'এর চেয়ে অধিক জমিতে করা সম্ভব কিন্তু এর পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ করা কষ্টসাধ্য হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে দু'টি জমিতেই পরীক্ষা শুরু করতে হবে। পরবর্তীতে স্থানীয় কৃষি কর্মী যখন এ ব্যপারে আরো অভিজ্ঞ হবেন তখন অধিক সংখ্যক জমিতে পরীক্ষা করা যেতে পারে।*

৩) পরীক্ষার বাস্তবায়ন

এ ক্ষেত্রে ফলতঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কোন খরচ লাগবে না। কৃষকই পরীক্ষা করবেন এবং খুব সম্ভবতঃ তারাই এর খরচ বহন করতে আগ্রহী হবেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর শুধুমাত্র উপদেশ দেবে। যদি সম্ভব হয় পরীক্ষার জমিতে একটি ছোট সাইবোর্ড টাঙ্গানো যেতে পারে, এতে কৃষকের নাম এবং পরীক্ষার বিষয়ের নাম থাকবে (Title of the Trial) তবে, এই সাইনবোর্ড প্রদর্শনী সাইনবোর্ডের মতো একই রঙের হবে না। এর ফলে সব কৃষক জানতে পারবেন যে এ পরীক্ষাটি প্রদর্শনী হতে পৃথক। এটা সম্ভব না হলে পরীক্ষার প্রচারণার জন্য কম বা বিনা খরচের অন্য ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কৃষক তার প্রতিবেশি ও বন্ধু বান্ধবকে এ ব্যপারে বলবেন। মাঠ দিবসের ব্যবস্থাও করতে হবে। প্রদর্শনীর প্লটের মাঠ দিবসের খরচ লাগে কিন্তু এ মাঠ দিবসের কোন খরচ লাগবে না। ব্লক সুপারভাইজার পরীক্ষা প্লটের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, উপদেশ দান এবং কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধানে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কৃষকের খামার পরিদর্শন করবেন। যদি কোন সমস্যা ব্লক সুপারভাইজার সমাধান করতে না পারেন তবে বিষয়বস্তু কর্মকর্তা বা বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ করতে হবে।

কৃষক ও ব্লক সুপারভাইজার পরীক্ষার অগ্রহতি নিবন্ধন করবেন। এসবের মধ্যে মাঠের বিভিন্ন কাজ, উপকরণের পরিমান ও দাম, কোন সময় জমিতে দেওয়া হয়েছে, সমস্যা ও সমাধানের জন্য গৃহিত পদক্ষেপ প্রভৃতি সংগ্রহ করা যেতে পারে। ব্লক সুপারভাইজার সমস্ত তথ্য তার ডাইরীতে লিখবেন। কৃষক তার নিজের তথ্য নিজে লিপিবদ্ধ করবেন। কৃষক পরীক্ষা প্লটের অগ্রগতি মনিটর করবেন এবং একত্রে অগ্রগতি আলোচনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময় অন্যান্য কৃষজদেরকে অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন মাঠ দিবসে যোগদানের জন্য ডাকবেন। উদাহরণস্বরূপ, বিষয়টি যদি সমস্যা নিরুপণের সময় চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তাহলে ঐ সময় যেসব কৃষক উপস্থিত ছিলেন তাদের সবাইকে নিয়মিতভাবে কিছুদিন পর পর ডাকা যেতে পারে। অংশগ্রহণভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন যতদুর সম্ভব দলীয় ভিত্তিতে করতে হবে।

৪) সমাপ্তি

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সম্প্রসারণ কর্মীর সাহায্যে কৃষক প্লটের খরচ, ফলন, উপজাত দ্রব্য এবং লাভ প্রভৃতি রেকর্ড করবেন। প্রতিটি জমির জন্য লাভক্ষতির আনুপাতিক হিসাব করে দেখতে হবে যে নির্দিষ্ট জমির জন্য কোনটি সবচেয়ে উপযুক্ত। অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশনের চুড়ান্ত পর্যায়ে একটি মাঠ দিবস উদযাপন করতে হবে। যেসব ধারণা সফল প্রমাণিত হয়েছে সেগুলো ভবিষ্যত সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। তাছাড়া আরো নতুন ধারণা উদ্ভাবন ও নিজ উদযোগে পরীক্ষা করার জন্য কৃষকদের উৎসাহীত করতে হবে। পরীক্ষার ফলাফল জেলা বুলেটিনে প্রকাশ করা যেতে পারে। তারপর অন্যান্য কৃষকের সাথে মাঠ পরীক্ষার জন্য সম্প্রসারণ কর্মীগণ বিভিন্ন ধারণা তৈরি করতে পারেন। কাজের অগ্রগতির ফলাফল গবেষণা কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। জেলা ভিত্তিক সম্প্রসারণ পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (DEMS) অনুসরণ করে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে।

অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি উন্নয়নের মাঠ দিবস উদযাপনে কোন খরচ লাগে না। কৃষকদের কোন ভাতা প্রদানের প্রয়োজন হবে না এবং যেহেতু অধিবেশনের সময় খুবই সংক্ষিপ্ত সে কারণে কোন প্রকার আপ্যায়নের প্রয়োজন নেই। কোন বক্তাকে আমন্ত্রণ করতে হবে না, কোন মাইক্রোফোনের প্রয়োজন নেই, কোন মঞ্চের দরকার হবে না এবং কোন চেয়ারেরও প্রয়োজন হবে না। নিমন্ত্রাতা কৃষকই বক্তা হিসাবে কাজ করবে, ব্লক সুপারভাইজার সহায়ক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, এবং বিষয়বস্তু কর্মকর্তা বা বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাও সম্ভব হলে উপস্থিত থাকবেন। মূলতঃ অংশগ্রহণ ভিত্তিক মাঠ দিবস একটি যৌথ দলীয় সমাবেশ।

গবেষণা কর্মীদের সংশ্লিষ্টকরণ

যদি সম্প্রসারণ কর্মীরা কৃষকদেরকে তাদের জমিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে উৎসাহিত করতে চান তাহলে তাদেরকে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হবে। কারণ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ এ ধরনের কাজে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। সম্প্রসারণ কর্মীদের পরীক্ষার পদ্ধতি জানার জন্য তাদের এলাকায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের ও কৃষকদের যেসব গবেষণা প্লট আছে সেগুলো দেখা দরকার। গবেষণা কর্মীদের অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশনে দু'ভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভব ঃ

- আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষি প্রযুক্তি কমিটির মাধ্যমে;
- অনানুষ্ঠানিকভাবে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী এবং স্থানীয় গবেষণা কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগের ভিত্তিতে।

অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশনের মাধ্যমে পরীক্ষার জন্য ধারণা সম্বন্ধে মন্তব্যের জন্য গবেষণা কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। পরীক্ষার পরিকল্পনার এক কপি গবেষণা কর্মীদের নিকট অবশ্যই পাঠাতে হবে। পরীক্ষা বাস্তবায়নের সময় কোন অসুবিধা দেখা দিলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগ করতে হবে। তাছাড়া কোন পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর তার ফলাফল জানাতে হবে।

বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতিগুলোর সংমিশ্রণ হিসেবে অংশগ্রহণ ভিত্তিক বিকাশন

অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একজন কৃষকের নিজেই পরীক্ষার পরিকল্পনা তৈরি করা ও তা বাস্তবায়ন করা। একটি পরীক্ষা করার জন্য অনেকগুলো সম্প্রসারণ পদ্ধতির ব্যবহার প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ ঃ নিম্নলিখিত অনুক্রমে সম্প্রসারণ পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের জন্য সম্প্রসারণ কর্মীরা সহায়তা করতে পারে ঃ

- এক দল কৃষকের সাথে সমস্যা নিরুপণ পরিচালনা করুন। এর ফলে একটি সমস্যার ক্ষেত্র চিহ্নিত হতে পারে যা মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষার জন্য উপযোগী।
- সমস্যা সঠিকভাবে শনাক্ত করা ও পরীক্ষার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে ভাল স্থান নির্ধারণ করার জন্য মাঠ পরিভ্রমণ পরিচালনা করুন (সম্ভবতঃ একটি খামার ম্যাপ তৈরি সহ)।
- পরীক্ষা করার একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈরির জন্য একটি দলীয় সভা করুন।
- আসন্ন পরীক্ষা সম্বন্ধে প্রচার করুন। এর জন্য অন্যান্য গ্রাম্য সভা পোষ্টার বা সাদাসিধা সাইবোর্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পরীক্ষা আরম্ভের সময় ও পরীক্ষা চলাকালিন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সময় অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন মাঠ দিবসের ব্যবস্থা করুন এবং সম্ভব হলে এর সাথে খামার পরিভ্রমণেরও আয়োজন করুন। ফলাফল ও পরবর্তী পদক্ষেপ আলোচনার জন্য একটি চুড়ান্ত মাঠ দিবস করুন।
- পরবর্তী পদক্ষেপ হতে পারে একটি ছোট লোক মাধ্যম অনুষ্ঠান (যেমন একটি নাটক)। এতে নিমন্ত্রাতা কৃষক বা প্রযুক্তি পরীক্ষার সাথে জড়িত একদল চাষী অভিনয় করতে পারেন। নাটকটি দেখাবে সমস্যাটি কি ছিল, কিভাবে এর সম্ভাব্য সমাধান চিন্তা ও পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং অন্যান্য কষকদেরকে তাদের নিজেদের জমিতে পরীক্ষা করতে উৎসাহিত করবে।

কোন সম্প্রসারণ পদ্ধতি একটি শূন্য অবস্থার মধ্যে কাজ করতে পারে না। এটা বিশেষ করে সত্য অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশনের ব্যাপার। এ পদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষা ও নিজের চেষ্টার শিখনের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে তাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বিকাশ করতে চেষ্টা করে।

সম্প্রসারণ কর্মীরা সাদৃশ্য লক্ষ্য করবেন অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন ও অংশগ্রহণমূলক গ্রামীন সমীক্ষার মধ্যে যা কৃষকের তথ্য চাহিদা নির্ণয়ের প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক গ্রামীন সমীক্ষা কতকগুলো পদ্ধতির একটি বর্ধিষ্ণু পরিবার। এই পদ্ধতি গ্রামের লোকদের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে এবং পরে এ তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করতে সক্ষম করে। অংশগ্রহণমূলক প্রযুক্তি বিকাশন একটি পদ্ধতি যা প্রযুক্তি উন্নয়ননের ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করার বা সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষকদেরকে কৃষি কাজের ধ্যান-ধারণা পরীক্ষা করতে সাহায্য করে। এজন্য অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন পদ্ধতি অংশগ্রহণমূলক সম্প্রসারণ পদ্ধতিগুলো যেমন সমস্যা নিরুপণ ও অংশগ্রহণমূলক গ্রামীন সমীক্ষার অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে।

উপসংহার

এই নির্দেশিকায় চারটি সাধারণ স্বল্প বা বিনা-খরচের সম্প্রসারণ পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশনের ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকা দেখিয়েছে সম্প্রসারণ পদ্ধতিগুলো কিভাবে এক দল কৃষকের সাথে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। সমস্যা নিরুপণ যে কোন পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমস্যা নিরুপণসহ এ নির্দেশিকায় আলোচিত পদ্ধতিগুলোর সারসংক্ষেপ **সারণি ১** এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ১ ঃ স্বল্প এবং বিনাখরচের সম্প্রসারণ পদ্ধতিগুলোর সারসংক্ষেপ

পদ্ধতি	উদ্দেশ্য	ধাপসমূহ
সনাতন ও লোক মাধ্যম (স্বল্প খরচ)	একটি বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা ও একটি বিষয়ের ওপর আলোচনা উদ্দীপিত করা	একটি বিষয় চিহ্নিত করুন (যেমন সমস্যা নিরুপণে করা হয়), কি দরনের লোক মাধ্যম ব্যবহার করা হবে তা ঠিক করুন (নাচ, গান, গল্প, নাটক) এবং অভিনেতাদের ঠিক করুন। একটি পান্ডুলিপি তৈরি করুন, তারপর অনুষ্ঠান সম্পন্ন করুন এবয় অনুবর্তনের ব্যবস্থা করুন। শ্রোতাদেরকে যত বেমি সম্ভব আলোচনা, বিতর্ক ও অংশগ্রহণে উদ্দীপিত করুন।
দলীয় সভা (স্বল্প বা বিনা-খরচ)	কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা। দলীয় সভা সাধারণতঃ একটি বৃহত্তর প্রক্রিয়ার অংশ যেমন অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন	একটি বিষয় চিহ্নিত করুন, তারপর একদল সমজাতীয় কৃষকদেরকে একটি শান্ত পরিবেশ সম্পন্ন স্থানে আমন্ত্রণ করুন (বাইরে হলে ভাল)। যত বেশি সম্ভব মুক্ত ও খোলামেলা আলোচনার সুযোগ দিন। অনুবর্তন কার্যকলাপের ব্যবস্থা করুন।
খামার পরিভ্রমণ (বিনা-খরচ)	বিভিন্ন সম্পদের মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা এবং সমস্যা ও সুযোগ চিহ্নিত করা	কি কি বিষয় দেখতে হবে (যেমন ফসল, মাটি, পানি) সে সম্বন্ধে আলোচনা করুন, তারপর একটি পথ ঠিক করুন এবং একদল কৃষকের সাথে এ পথ দিয়ে হাটুন। খামারের একটি ম্যাপ পথ ঠিক করতে সাহায্য করতে পারে। পর্যবেক্ষণ করুন, প্রশ্ন করুন এবং শুনুন, কৃষক হলো তথ্য নিপুন ব্যক্তি। পরিবর্তনসমূহ ও সিমারেখাগুলো লক্ষ করুন এবং পরিভ্রমণের শেষে একটি চিত্র আকুন।
খামার ম্যাপ (বিনা-খরচ)	প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট, সম্পদ ও কার্যের মধ্যে অবস্থানগত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা এবং সমস্যা ও সম্ভাবনা শনাক্ত করা, খামার পরিভ্রমণের জন্য পথ ঠিক করা যা বিভিন্ন অবস্থা বিশদভাবে পরীক্ষা করে।	বিশ্লেষণের একক স্থির করুন - যেমন একটি খামার, কতকগুলো খামারের ব্লক অথবা একটি সম্পূর্ণ গ্রাম। কৃষকদেরকে একটি সীমারেখা ম্যাপ তৈরি করতে বলুন, তারপর তাদেরকে বিভিন্ন জিনিস দেখিয়ে ম্যাপটি ফুটিয়ে তুলতে বলুন। কৃষকদেরকে ম্যাপে প্রধান রাস্তাগুলো, চলাচলের পথ, সামাজিক কেন্দ্র, বাড়িঘর, জমি, ফসল, নদীপথ, পুকুর, মাটির ধরন এবং অন্যান্য সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিস্থিতি দেখতে বলুন। আকর্ষণীয় বিষয়গুলো যেমন বিভিন্ন বিষয়ের কিভাবে এবং কেন পরিবর্তন হয়েছে, সম্পদগুলোর বন্টন কি ভাবে হয়েছে এবং একস্থান থেকে আর এক স্থানের মাটির ধরনের কেমন পরিবর্তন হয়েছে তা আলোচনা করুন। সমস্যা ও সুযোগের অনুসন্ধান করুন। পরিভ্রমণের সবচেয়ে ভাল পথ যেখানে আকর্ষণীয় বিষয়গুলো পরিস্কারভাবে দেখা সম্ভব হবে তা অনুসন্ধান করুন। প্রশ্ন করুন ও কৃষকের কথা শুনুন। কৃষকেরা তাদের কৃষি এলাকার বিশেষজ্ঞ।

পদ্ধতি	উদ্দেশ্য	ধাপসমূহ
অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন (অঃপ্রঃবি) (স্বল্প-খরচ)	কৃষকদেরকে প্রযুক্তি সম্পর্ক ধারণা পরীক্ষা করতে সক্ষম করা ও তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা উন্নত করা	একটি সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য একটি সমস্যা নিরুপণ অথবা খামার পরিভ্রমণ ও খামার ম্যাপ অংকন পরিচালনা করুন এবং একটি পরীক্ষার স্থান নির্বাচন করুন। পরীক্ষার পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে কৃষককে সাহায্য করুন। পরীক্ষার সময় অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন মাঠ দিবস ও অন্যান্য দলীয় সভার ব্যবস্থা করুন। পরীক্ষা শেষে খরচ লাভ অনুপাত হিসাব করুন এবং তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ (যেমন প্রযুক্তিটি অন্য কৃষকদের নিকট সুপারিশ করা বা এটিকে আরো ভাল করা বা ধারণাটি একবারে পরিত্যাগ করা) স্থির করুন।
অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রযুক্তি বিকাশন (অঃপ্রঃবি) মাঠ দিবস (বিনা-খরচ)	একদল কৃষককে একটি অঃপ্রঃবি পরীক্ষার বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করা	কৃষকদেরকে পরীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে (যেমন পরীক্ষার পরিকল্পনা তৈরি করা, শস্য রোপণ বা কাটার সময়) ডাকুন। নিমন্ত্রাতা কৃষককে পরীক্ষার উদ্দেশ্য, পরীক্ষার বর্তমান পর্যায়ে ও অন্যান্য বিষয় যা তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তা বুঝিয়ে বলতে বলুন। অভ্যাগত চাষীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দিন এবং নিমন্ত্রাতা কৃষককে সেগুলোর উত্তর দিতে সাহায্য করুন। কৃষকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন পরে তারা কি করবেন, হয়ত তারা নিজেরাই প্রযুক্তিটি গ্রহণ করতে পারেন? হয়ত বা তারা অন্য একটি প্রযুক্তি একইভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন? তারা কি আবার একত্রিত হতে চান? তার কি আর একটি দলীয় সভা করতে চান?
সমস্যা নিরুপণ (বিনা-খরচ)	কোন একটি বিশেষ বিষয়ের সম্পর্কে কৃষকদের তথ্য চাহিদা নির্ধারণ করা	একটি আলোচনার বিষয় (যেমন শাকসব্জির রোগ বা পানি ব্যবস্থাপনা) বেছে নিন। কৃষকদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সমস্যা বা তথ্য চাহিদার তালিকা তৈরি করতে বলুন। সমস্যাগুলো সংকলন করুন ও কৃষকদেরকে ছোট ছোট উপদলে ভাগ হয়ে সেগুলোকে গুরুত্ব অনুসারে সাজাতে বলুন। কি, কেমন, কোথায়, কে, কখন - এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। উত্তরগুলো মনযোগ দিয়ে শুনুন - অন্য কারো চেয়ে কৃষকেরা তাদের সমস্যা সম্বন্ধে বেশি জানেন। অনুবর্তন কাজকর্ম কি ভাবে করা হবে তা ঠিক করুন।